গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার স্থানঃ কনফারেন্স রুম
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখঃ ১৯.০৩.২০১৭ খ্রিঃ দুপুর ১২-০০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা হল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) কে আহবান জানান। যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) গত ২৮.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অগ্রগতির সাথে খাদ্য অধিদপ্তর, এফপিএমইউ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন। প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ (৭টি) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতিসমূহের নতুন করে কোন অগ্রগতির তথ্য সন্নিবেশ করার অবকাশ নেই। বাস্তবায়নাধীন তথা চলমান প্রতিশ্রুতিসমূহের নিম্নরুপ অগ্রগতি সন্নিবেশকরণে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামগুলোতে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামসমূহ উচুঁকরণসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। নবনির্মিত এবং নির্মাণাধীন গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্যার পানি প্রবেশে তথা বিপদজনক লেভেল এর উপরের উচ্চতায় ফ্লোর নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় অবস্থিত সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের উপর বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং চলমান	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২।	খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে আগামী	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে এ যাবৎ উত্তরাঞ্চলে ১ লাখ ৮৭ হাজার মেট্রিক টনসহ সারাদেশে ৪.১৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	-

	৩-৫ বছরের মধ্যে অন্তত ৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাইস সাইলো নির্মাণের ব্যবস্থা থাকবে।	পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত		
		(২) নির্মিত এ সকল গুদামের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার সান্তাহারে ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse এবং বাগেরহাট জেলার মোংলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Concrete Grain সাইলো নির্মিত হয়েছে। এ ২টি স্থাপনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	-
		(৩) সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় ১৬২টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ সকল কাজের অগ্রগতি ৩৮% (প্রায়)। পর্যবেক্ষণঃ গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান আছে	গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
		(৪) দীর্ঘ মেয়াদে ও আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের এবং ২টি গমের মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১৯%। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৩।	নেত্রকোণা সদর, মদন, কেন্দুয়া, কলমাকান্দা ও পূর্বধলা উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ	"Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন নেত্রকোণা জেলার পাঁচটি উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	-
৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে ১০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ।	Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নাসিরনগরে ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে	
৫।	বৃহত্তর রংপুর জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখার বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিতে হবে।	**রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলাসমূহের জেলা-ওয়ারী খাদ্য (চাল ও গম একত্রে) মোট মজুদ (০৫-০৩-২০১৭ তারিখে) নিম্নরূপঃ** **জেলার নাম — মোট মজুদ মেঃ টন** **রংপুর — ১৪,০০৮** **কুড়িগ্রাম — ১৩,২৪০** **লালমনিরহাট — ৯,৩৫২** **নীলফামারী — ১৩,৯২৪** **গাইবান্ধা — ২০,২৬০**	বৃহত্তর রংপুরের জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

		মোট ৭০,৭৮৪ **বৃহত্তর রংপুর জেলায় সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক।** **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও চলমান আছে।		
৬।	মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহে শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ	খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শূন্য পদ পূরণের তথ্য নিম্নরূপঃ **খাদ্য মন্ত্রণালয়ঃ** (১) ১ম শ্রেণির ২টি; (২) ২য় শ্রেণির ২টি; (৩) ৩য় শ্রেণির ১৭টি ; (৪) ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি পদ ; মোট ৩৯ টি পদ। এছাড়া, বিদ্যমান শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও চলমান	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১)
		খাদ্য অধিদপ্তরঃ (১) ১ম শ্রেণি ক্যাডার পদ ৪২ টি; (২) ৩য় শ্রেণির ২২৬১ টি; (৩) ৪র্থ শ্রেণির ২২৩৩ টি; মোট সর্বমোট ৪৫৩৬ টি পদ পর্যবেক্ষণঃ নিয়োগবিধি প্রক্রিয়াধীন। নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হলে শূন্য পদ পূরণ করা হবে।	নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হলে শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
		বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ (চার) জন সদস্য, ১ (এক) জন সচিব এবং ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক পদসহ মোট ১১টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ৩৬৫ জনবলের সৃষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পদভিত্তিক বেতন স্কেল অনুমোদিত হলে জনবল নিয়োগের বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। পর্যবেক্ষণঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে জনবল নিয়োগ করতে হবে	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭।	আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মোংলা বন্দরে খালাস। (১৫-০৩-২০১১ তারিখে বাগেরহাটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। ০৪-০৪-১৩ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মংলা বন্দরে এবং ৬০% চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের প্রতিশ্রুতি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণঃ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং চলমান	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

চলমান প্রতিশ্রুতির ক্রমিক নং-১, ২(৩), ২(৪), ৫ ও ৭ নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। ৬নং প্রতিশ্রুতি তথা জনবল নিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চলমান কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ত্বরান্বিত করতে হবে।

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন পরিদর্শন (তারিখঃ ০৯.১১.২০১৪ খ্রিঃ)।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সব মৌসুমে খাদ্য উৎপাদন ভাল নাও হতে পারে। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।	প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য কারণে ফসলহানির আশংকাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সারা বছরব্যাপী খাদ্য মজুদ করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে সার্বক্ষণিক ১০ লাখ বা তারও বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ করে আসছে। অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে এ মজুদ গড়ে তোলা হয়। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত	পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২।	মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন-খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিজিডি, শিক্ষার জন্য খাদ্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি খাতে বিতরণের জন্য খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন চলমান	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৩।	মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সুষম খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য কণিকা মন্ত্রণালয় প্রচার করতে হবে এবং ভাত, মাছ-মাংস, শাক সবজি, ফলমূল ইত্যাদির তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয়ও প্রচার করবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে '৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য (১) ঘরে তৈরী উন্নত পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, (২) Food Composition Table for Bangladesh এবং (৩) জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক বহুল প্রচার করা হয়েছে, প্রকাশনাগুলো আরও বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ নির্দেশনা বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়ন চলমান	সুষম খাদ্য বিষয়ক তথ্য কণিকা প্রকাশ ও প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, এফপিএমইউ
৪।	৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণঃ নির্দেশনা বাস্তবায়িত ও চলমান	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার	ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত	মহাপরিচালক,

	ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	জন্য নতুনভাবে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। পর্যবেক্ষণঃ নির্দেশনা বাস্তবায়িত ও চলমান	করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর
৬।	খাদ্যশস্য গুদামজাত যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।	ধান, চাল, গম যাতে কীটাক্রান্ত না হয় এ জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। গুদামজাত খাদ্যশস্য পোকা মাকড়ের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য কীটনাশক, জিপিশীট, আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, ত্রিপল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সংগ্রহপূর্বক মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে মজুদকৃত খাদ্যশস্য ৩ থেকে ১৪ মাস পর্যন্ত মজুদ রাখা হয়। খাদ্যশস্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করায় নিকট অতীতে খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়ার কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।	খাদ্যশস্য গুদামজাত যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৭।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরির্দশন/তদারকি জোরদার করতে হবে।	খাদ্যশস্য অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মজুদ খাদ্যশস্য পরিদর্শন করে থাকেন। খাদ্যশস্যের গুণগতমান যাচাই, কীট নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং মনিটরিং অব্যাহত আছে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরির্দশন/তদারকি জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৮।	আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম নির্মাণ করতে হবে এবং এজন্য গৃহিত প্রকল্প গুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মংলা বন্দরে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন **কনক্রিট গ্রেইন** সাইলো নির্মাণ প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-
		আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম হিসেবে বগুড়ার সান্তাহারে ১টি মাল্টিস্টোরিড ওয়ার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। **Multistoried Warehouse** এর কাজ ১০০% বাস্তবায়িত হওয়ায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-

		২৬.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **Warehouse**টি শুভ উদ্বোধন করেন। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত		
		দীর্ঘ মেয়াদ ও আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের জন্য এবং ২টি গমের জন্য মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১৯%। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে	প্রকল্প পরিচালক, Modern Food storage Facilities Profect
৯।	পোস্তগোলা ময়দার মিলের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করে ময়দা উৎপাদনে যেতে হবে।	প্রকল্পটি জুন/২০১৫ খ্রি. সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি আধুনিক ময়দার মিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ময়দা মিলটিতে উৎপাদন কাজ চলছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-
১০।	জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।	নিরাপদ খাদ্য আইন' ২০১৩ গত ১ ফেব্রুয়ারি' ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ কার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্য, কর্তৃপক্ষের সচিব ও ৫ জন পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেনে দপ্তর স্থাপনপূর্বক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৪২২ জন লোকবলের অনুমোদিত হলে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩৬৫ জনবল কাঠামো সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। জনবল সৃজন প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপক কার্যক্রম এবং Surveillanceসহ ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন	ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১১।	দেশে দরিদ্র শিশুদের জন্য স্কুল ফিডিং এর বিষয়ে জোর দিতে	**পর্যবেক্ষণঃ** বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট	খাদ্য মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করতে	যুগ্ম-সচিব (সমঃ ও সং), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে সকল পেশার মানুষের অংশগ্রহণে সমন্বয় কমিটি গঠন করে পুষ্টিযুক্ত খাদ্য সরবরাহের জন্য অর্থ সংস্থান করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।		হবে।	
১২।	খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমে পাটের বস্তা ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।	বর্তমানে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মজুদকরণ ও বিলি-বিতরণে খাদ্য অধিদপ্তর ১০০% পাটের বস্তা ব্যবহার করছে। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে	পাটের বস্তা ব্যবহার অব্যাহত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
১৩।	শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে।	কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষতঃ দানাশস্য উৎপাদনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। সরকারি মজুদ সন্তোষজনক হওয়ায় ডিসেম্বর/ ২০১৪ এবং জানুয়ারি/ ২০১৫ মাসে ১২,৫০০ মেট্রিক টনের ২টি চালানে শ্রীলংকায় সরকার টু সরকার পর্যায়ে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা হয়েছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-
১৪।	বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে "খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা" বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিত্তিক ৪টি থিমেটিক টিম নিয়মিতভাবে কাজ করছে। খাদ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ফুড পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ "জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনা ও "রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি)" মনিটরিং কার্যক্রমকে তদারকী/সুপারভাইজ করছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় জুন, ২০১৬ পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে ১৪.১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ কর্মসূচি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়তি হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮.৮ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান চিহ্নিতকরণপূর্বক ৭ম পঞ্চবার্ষিক	বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, এফপিএমইউ ও উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), খাদ্য মন্ত্রণালয়

		পরিকল্পনার প্রথমার্ধে সমাপ্তব্য কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তায় এ বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশে খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহত হয়েছে। সুসংহত খাদ্য নিরাপত্তা দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।		
১৫।	শস্য বহুমূখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	**পর্যবেক্ষণঃ** বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট	নির্দেশনাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সমঃও সং), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৬।	কৃষিজাত পন্যের নতুন নতুন আইটেম তৈরি করে তা পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে বিদেশে রপ্তানি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	**পর্যবেক্ষণঃ** বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট	নির্দেশনাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সমঃও সং), খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে Prime Minister Commitment Monitoring Tool (PMCMT) বিষয়ক ওয়েবসাইট এর ফরমেটে অগ্রগতি যথাযথভাবে আপলোড করতে হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৯.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের (যে সকল নির্দেশনার নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে) মধ্যে যেগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Prime Minister Commitment Monitoring Tool বিষয়ক ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্ত নেই। তা আলোচনা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

Prime Minister's Commitment Monitoring Tool বিষয়ক ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্ত নির্দেশনাসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় ক্রমিক নং-১১, ১৫ ও ১৬ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ করা যায় মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৩/৩/১৭

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব